সংবাদ

তারিখ ... 4 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

ডিজিটাল বাংলাদেশের গ্রামীণ চিত্র

১৩ গ্রামের শিশু শিক্ষার্থীদের ভরসা বাঁশের সাঁকো!

এনায়েত আলী বিশ্বাস, বটিয়াঘাটা (খুলনা)

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার খড়িয়া নদীর উপর ব্রিজের অভাবে তিন ইউনিয়নের ১৩ গ্রামের ছাত্রছাত্রী ঝুঁকি নিয়ে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। সেই মান্দাতা আমল থেকে এভাবে যাতায়াত করলেও কোন জনপ্রতিনিধির দৃষ্টিতে আজও আসেনি। গঙ্গারামপুর, বটিয়াঘাটা ও সুরখালী ইউনিয়নের বয়ারভাঙ্গা, আন্দারিয়া, খড়িয়া, দেবীতলা, বসুরাবাদ, আমতলা, বাদামতলা, সুখদাড়া, গঙ্গারামপুর, কাতিয়ানাংলা, ফুলতলা, মাইলমারা, তিতুখালী গ্রামের বিভিন্ন নারী পুরুষ ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা এ পথেই যাতায়াত করে। বর্ষা মৌসুমে পারাপারের এক মাত্র বাঁশের সাঁকোটি ডুবে যায়। তখন দেবীতলা গ্রামের পার থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়। এ পার থেকে ও পারে নৌকায় চড়ে বাজার করতে যেতে হয়। অনেক সময় ছাত্র ছাত্রীরা বই-খাতা নিয়ে সাঁকো থেকে পড়ে ভিজে বাড়ি ফিরে যায়। বয়ারভাঙ্গা বালিকা মহাবিদ্যালয়, রাসমোহন বালিকা বিদ্যালয়, বিশ্বম্বর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও

বটিয়াঘাটা

বয়ারভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান ভালো হওয়ায় বিভিন্ন ইউনিয়নের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এ স্কুল-কলেজে আসে। বদ্ধ এ নদীর উপর শত বছর ধরে বাঁশের সাঁকো ব্যবহার হয়ে আসছে। পাকিস্তান আমলে যোগাযোগ মন্ত্রী খান এ সবুর বয়ারভাঙ্গা বিশ্বম্বর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। এমনকি পরবর্তীতেও কোন জনপ্রতিনিধির চোখে পড়েনি।

বিশ্বম্বর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাঞ্চিলাল মল্লিক জানান, কয়েক শত ছাত্রছাত্রী এ বাঁশের চার (সাঁকো) পার হয়ে স্কুলে আসে। অনেক সময় চাঁর থেকে পড়ে ভিজে বাড়ি ফিরে যায়। প্রধান শিক্ষক দাবি করেন, ব্রিজ নির্মাণ না হলেও একটি কাঠের সাঁকো তৈরি হলে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে স্কুলে যাতায়াতের সুযোগ হবে। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের দাবি, দ্রুত ব্রিজ নির্মাণ হলে শত বছরের অভীষাপ থেকে মুক্তি তারা মুক্তি পাবে। তবে স্থানীয়রা বলছেন ব্রিজের নিচে স্লোভের জায়গা না থাকায় নির্মাণ কাজ ব্যাহত হচ্ছে।